ANNUAL DINNER & CULTURAL SHOW

BANGLADESH MEDICAL SOCIETY NEW SOUTH WALES

JUNE 26 2021

5:30 PM - 11:30 PM

LIVERPOOL CATHOLIC CLUB

PRESTONS NSW 2170

BANGLADESH MEDICAL SOCIETY OF NSW

Cover Page
From the Paintings of
Samara Sarwar

Made by
Ayan Towhid
S/O Dr Zobaida Ratna

Editorial

Dr Mohammad Fazle Rabbi

অনেক বছর আগে, আমার এক সহপাঠি বন্ধু আমার বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে বলেছিলো, আমি যেন বিদেশে আমার বাংলাদেশকে

তুলে ধরি। ভুলিনি সেই কথা। দেশ আমার হৃদয়ে, আমার অস্তিত্বে।

আমরা ভিনদেশীদের সাথে যত মিশি না কেন, বাংলাদেশী মানুষের সাথে দেখা না হলে, কথা না বল্লে, মন ভরে কি? যেমনটা, ভিনদেশী খাবার বরাবর পরাজিত হয় দেশী খাবারের অতুলনীয় স্বাদের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার স্বাচ্ছ্যন্দের উষ্মতা আমাকে পরিতৃপ্ত করে স্বীকার করি, কিন্তু বাংলাদেশের বাতাসে শ্বাস নেয়ার অনূভূতির কাছে তা মাঝেমাঝেই ম্লান মনে হয়।

হয়তো খুব বেশী ভালোবাসি না বাংলাকে। তা না হলে ছেড়ে আসবো কেনো? স্বাচ্ছ্যন্দের কাছে কি তবে দেশপ্রেম পরাজিত? ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখা যাক। জোর দিয়েই বলতে পারি, বাংলাদেশ বুকে আছে বলেই, এই অস্ট্রেলিয়ায় হারিয়ে যাইনি। নিজের স্বকীয়তা নিয়ে দৃপ্ত বাঙালীর ব্যাক্তিত্ব নিয়ে, আমি আছি প্রকটভাবে নিজেই এক বাংলাদেশ হয়ে। আমার পরিবার বাংলাদেশ, আমার বন্ধুজন বাংলাদেশ, এই বি এম এস এক বাংলাদেশ। আমাদের সগৌরব উচ্ছাসে প্রতিধ্বনিত হয়, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ইমন, যার অনুপ্রেরনায় ই সি তে আসা, যার কঠিন পরিশ্রমের ফসল এই আয়োজন। কৃতজ্ঞতা রশীদ ভাই, যিনি ভরসা করেছিলেন, স্নেহ করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রকাশিত হলো প্রতিধ্বনির ৪র্থ সংখ্যা। এবারের আয়োজন অনেক বড়। নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, যাতে এবারের প্রতিধ্বনি উৎকর্ষে ছাড়িয়ে যেতে পারে আগেরগুলোকে। প্রচেষ্টা ছিলো, ছিলো প্রত্যয়।

এই চমৎকার প্রানবন্ত উৎসবে, সবাইকে স্বাগতম, শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ।

ডা: মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি
পাবলিকেশন সেক্রেটারী
বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি, নিউ সাউথ ওয়েলস
অষ্ট্রেলিয়া

Dr Rashid Ahmed
President

Message from the President

I would like to congratulate the Publication Secretary Dr Mohammad Fazle Rabbi and his team in publishing the 4th edition of the BMS-NSW magazine "Protidhoni". Dr Rabbi is very passionate about publishing magazines and is the editor of all four of our editions, including the current issue. This edition of the magazine is a versatile publication, as it includes a variety of poetry, stories, life and professional experiences, and paintings. Both our members and their family members made this year's edition a successful one by contributing to the magazine.

As a Publication Secretary, Dr Rabbi worked sincerely for our website and created new dimension to it, by enriching our photo gallery, including notice sections for different secretaries and adding a directory for our members.

Traditionally, we publish and distribute our magazine during our 'Annual Dinner and Cultural program'. This year, the BMS-NSW family members will be the performers in the program. Usually we bring singers from Bangladesh, however, due to the pandemic, this was not possible. Our performers have been intensely preparing for the last few weeks to make it a successful program. I would like to thank our Cultural and Social Welfare Secretary Dr Faizur Reza Emon and his team for their tremendous effort for the upcoming event.

Since this new committee has taken over the job, we have been doing a number of activities such as successful CME programs for all doctors, the 'Meet and Greet' program for AMC candidates, the BMS walking event (which is a new idea), webinars and educational activities for AMC candidates, and charity work for the local community. Thank you to all of the team members who were involved in organising these programs.

I would also like to thank all of our EC members, subcommittee members and General members for providing advertisements in the magazine, which helped to get it published and supported the extra cost of the upcoming annual dinner and cultural program. Also, our heartfelt gratitude to other sponsors, who supported us by providing advertisements in the magazine.

Thanks to all of our contributors and readers of the magazine. Without you, we wouldn't be able to publish "Protidhoni". I hope you will continue to support us in future.

Dr Rashid Ahmed
President
Bangladesh Medical Society of NSW

Dr Mehdi Farhan
General Secretary

সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা,

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি, নিউ সাউথ ওয়েলস (বিএমএস) এর বার্ষিক ম্যাগাজিন "প্রতিধ্বনি" এর চতুর্থ সংখ্যা বের হতে যাচ্ছে। আপনারা জানেন, কোভিড-১৯ এর কারনে আমরা একটা লম্বা সময় পার করেছি সংশয়, ভীতি ও অনিশ্চিয়তার ভেতর। আমাদের অদম্য ইচ্ছা শক্তি আর নিরলস প্রচেষ্টা এসবকে হার মানিয়েছে- আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে "প্রতিধ্বনি" প্রকাশনার মাধ্যমে। এ ম্যাগাজিনে বাংলা এবং ইংরাজি এ দুই ভাষাতেই লেখা থাকছে। আমাদের ভেতরে অনেকেই বাংলা গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। আশা করি এ ম্যাগাজিন তাদেরকে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করবে। আমরা অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করলেও মন-মানসিকতায়, চলনে-বলনে এখনও বাঙালী। প্রতিদিন অনলাইনে আমরা বংলা নিউজ পড়ি, সারাদিন কাজের পর অবসরে সময়ে বাংলা গান শুনি, কবিতা পড়ি অথবা পরিবারের সবাইকে নিতে বংলা নাটক দেখি। এমনকি আমরা স্বপ্নও দেখি বংলায়- শৈশব-কৈশোরের কোন এক ছোট গ্রাম বা মফস্বল শহরের সেই অতি পরিচিত মুখগুলি হয়ে দাঁড়ায় স্বপ্নের মূল উপজীব্য বিষয়।

বি.এম.এস দশ বছর পার করে এগার তম বর্ষের পদার্পন করেছে। সেই স্বল্প পরিসরের বিএমএস হাঁটি হাঁটি পা পা করে পুর্নতায় বিকশিত হচ্ছে। আজকের এ বিএমএস এর এ রুপান্তর আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দ সহকারে প্রত্যক্ষ করছি। বিএমএস এখন নতুন আঙ্গিকে, নতুন কলেবরে, নতুন মাত্রায় নিজেকে প্রকাশ করছে। বিএমএস ওয়েবসাইট, অনলাইন পোর্টাল, বিভিন্ন সাব-কমিটির কার্যক্রম এবং অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশে চেরিটি কার্যক্রম তার অল্প কিছু উদাহরণ।এ বিএমএস আপনার, আমার ও আমাদের সবার-আমরা সবাই এর সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের স্বাধীনতার সেই সব মহান রূপকারদের এবং বাঙালীজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযাদ্ধাদের ও শহীদদেরকে। এ সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমাদের অঙ্গীকার- আমরা যেন মুক্তিযুদ্ধের কথা, স্বাধীনতার কথা আমাদের বর্তমান ও ভবিষৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে জানিয়ে যেতে পরি।

এ ম্যাগাজিন প্রকাশনার পেছনে আমাদের প্রকাশনা সাব-কমিটির সবার বিশেষ করে প্রকাশনা সম্পাদক রাব্বির বিশেষ অবদান আছে-তাকে অশেষ ধন্যবাদ। রাব্বি আমাদের পূর্ববর্তী ম্যাগাজিনগুলি প্রকাশনার সাথেও জড়িত ছিল। ধন্যবাদ যারা এ্যাড দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং যারা এ্যাডগুলি সংগ্রহ করেছেন বিশেষকরে রশিদ ভাই, মাজু ভাই, লিমা আপা ও ইমনকে।

পরিশেষে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা-আমরা যেন কোভিড-১৯ কে জয় করতে পারি ও কোভিডমুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি এবং সমস্বরে গাইতে পারি "আবার জমবে মেলা বটতলা হাটখোলা, অঘ্রানে নবান্নে উৎসবে...।"

ধন্যবাদ।

ডা: মেহ্দী ফারহান
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি, নিউ সাউথ ওয়েলস
অষ্ট্রেলিয়া

Dr Faizur Reza Emon

Social Welfare & Cultural Sercretary

Message from the Cultural & Social Welfare Secretary

The rise of the pandemic has placed us in an unusual predicament. We are going through an extraordinary time. COVID is presenting unrivalled challenges for all of us. While our circumstances are changing daily, we can navigate these difficulties by staying united and working together as a team. Current pandemic and its unpredictable course causing significant anxiety and mental trauma. We must effortfully prevent stress and panic contagion and start re-grouping to vent out our gloomy mind. Despite all the challenges, we can still find the purpose of our lives and share lightness and humour, or else we have to pay the emotional toll of post covid depression.

I want to thank the Publication Secretary, Dr Fazle Rabbi, for his sincere and relentless effort to present the fourth issue of 'Protiddhoni' on an auspicious day, the BMS NSW members' annual gathering their families. I am honoured to have been allowed to serve this organization since its birth. It has been an incredible experience to work with a group of amazing people who have become my extended family in Australia.

More than ever, BMS is trying its best to amalgamate all the practising and non-practising doctors of Bangladeshi origin living in NSW. It is needless to say that BMS is growing bigger and better due to a combined effort from a group of experienced seniors and many dynamic juniors. We can do better if you all embrace and blend with the BMS, NSW.

Best wishes

Dr Faizur Reza Emon
Cultural & Social Welfare Secretary
Bangladesh Medical Society of NSW.

BMS 2020-2021
Executive Committe

Dr. Rashid Ahmed

President

Dr Mirjahan Maju

1st Vice President

Dr Halim Chowdhury

2nd Vice President

Dr Shafiqul Bar Chowdhury

3rd Vice President

Dr Mehdi Farhan

General Secretary

Dr Iqbal Hussain

1st Joint Secretary

Dr Golam Khurshid Taposh

2nd Joint Secretary

Dr Amin Mutasim

Treasurer

Dr Jasim Uddin

Organising Secretary

Dr Mohammad Fazle Rabbi

Publication Secretary

Dr Faizur Reza Emon

Social Welfare & Cultural Secretary

Dr. Ishrat Jahan Shilpi

Education Secretary

BMS 2020--2021
Executive Committe

Dr Shaila Islam

Dr Jessie Chowdhury

Dr Motiur Rahman

Dr Fakhrul Islam

Dr Sayek Khan

Dr Zakir Parvez

Dr Ayesha Abedin

Dr Sazeedul Islam

Dr Shafin Rashed

Dr Abdullah Al Mamun

Dr Habib Hassan

Dr Sheikh Badruddoja

Dr Muzahid Hassan

Dr Riton Das

Dr Sheik Hayder (Topu)

Dr Sadia Sharmin

Dr Naim Sarwar

MEMBERS

BMS 2020-2021
Sub- Committes

ADVISORY COMMITTEE

Dr Shareef Dowla
Dr Ayaz Chowdhury
Dr Rafiqur Rahman
Dr Shafiq Rahman
Dr Jesmin Shafiq
Dr Sabbir Siddique
Dr Mamun Chowdhuy
Dr Samsul alam
Dr Khaled Rahman
Dr Hossain Ahmed
Dr Md Salahuddin Chowdhury
Dr Reza Ali
Dr Najmun Nahar
Dr Mo Asad

BENEVOLENT FUND COMMITTEE

Dr Shareef Dowla – Chairperson
Dr Zahidul Alam
Dr Mamun Chowdhury
Dr Moinul Islam
Dr Salahuddin Chowdhury

CULTURAL SUB-COMMITTEE

Dr Faizur Reza Emon
Dr Shafiq Rahman
Dr Halim Chowdhury
Dr Jesmin Shafique
Dr Jessie Chowdhury
Dr Najmun Nahar
Dr Mirjahan Maju
Dr Shaila Islam
Dr Sabbir Siddiqui
Dr Shahnaz Perveen
Dr Tania Hasib
Dr Fahima Sattar Jhumi
Dr Shafin Rashed
Dr Riton Das
Dr Baddruddoza Shiplu
Dr Iqbal Hussain
Dr Irene Kabir
Dr Muzahid Hasan Shovon
Dr Naim Sarwar
Dr Nazia Mafruha
Dr Farzana Rimi

SOCIAL WELFARE

Dr Ayaz Chowdhury
Dr Jesmin Shafiq
Dr Iftekharuddin Sujon
Dr Mohammad Sharier
Dr Abdullah Al-Mamun
Dr Faisal Chowdhury

BANGLADESH MEDICAL SOCIETY
NEW SOUTH WALES

BMS 2020-2021
Other Committes

EDUCATION SUB-COMMITTEE

Education Secretary- Dr. Ishrat Jahan

Members:

Dr. Jannatul Nayeem
Dr. Reza Ali
Dr. Najmun Nahar
Dr. Shaila Islam
Dr. Shafiqul Bar Chowdhury
Dr. Sayek Khan
Dr. Sultana Syeda
Dr. Jessie Chowdhury
Dr. Motiur Rahman
Dr. Iqbal Hussain
Dr. Rokeya Fakir
Dr. Taposh
Dr. Suranjana
Dr. Naim sarwar
Dr. Abdullah Al Mamun
Dr. Faisal Chowdhury
Dr. Muzahid Hasan
Dr. Farah Naz
Dr. Farida Akter
Dr. Sadia Sharmin
Dr. Badruddoza Shiplu
Dr. Shaikh Haider Topu
Dr. Nadira jisan Ara
Dr. Kammrun nahar Bithi
Dr. Farhana Rimi
Dr. Samma Ahmed
Dr. Irene Kabir

PUBLICATION & WEBSITE SUB-COMMITTEE

Publication and Website Secretary
Dr Mohammad Fazle Rabbi

Members:

Dr Rashid Ahmed
Dr Mehdi Farhaan
Dr Faizur Reza Emon
Dr Iqbal Hussain
Dr Jasim Uddin
Dr Mirjahan Maju
Dr Fakhrul Islam
Dr Shaila Islam
Dr Zakir Parvez
Dr Muzahid Hassan Shovon
Dr Sheikh Haider Topu
Dr Golam kabir Taposh
Dr Sazeedul Islam
Dr Farida Akhter
Dr Ishrat Jahan

BANGLADESH MEDICAL SOCIETY
NEW SOUTH WALES

BMS 2020--2021
Other Committes

MEDICO-LEGAL SUB-COMMITTEE

Dr Shareef Dowla
Dr Habib Hasan
Dr Amin Mutasim
Dr Rabiul Karim
Dr Mohammad Fazle Rabbi

CORPORATE AND ENTERPRISE SUB-COMMITTEE

Dr Shareef Dowla
Dr Zahidul Alam
Dr Jessie Chowdhury
Dr Motiur Rahman
Dr Sazeedul Islam
Dr Suranjana Rahman
Dr Shafiq Rahman
Dr Asif Alam Sazeed
Dr Hossain Ahmed
Dr Jasim Uddin

MEMBERS SECRETARIAL

Dr Jasim Uddin – Organising Secretary
Dr Halim Chowdhury
Dr Iqbal Hussain
Dr Mehdi Farhan

CONSTITUTION SUB-COMMITTEE

Dr Shareef Dowla
Dr Rafiqur Rahman
Dr Rashid Ahmed
Dr Halim Chowdhury
Dr Shafiqul Bar Chowdhury
Dr Amin Mutasim
Dr Sabbir Siddique
Dr Zakir Parvez
Dr Mehdi Farhan
Dr Abdullah Al Mamun

ভাবনায় ১৯৭১

ডাঃ জেসমিন শফিক

সেই পঞ্চাশ বছর আগের কথা, আমি তখন হাইস্কুলে জুনিয়ার ক্লাসের বেণী দোলানো কিশোরী, বড়দের মত রাজনীতির মারপ্যাঁচ নিয়ে অত চিন্তিত নই, গল্পের বই, গান শোনা, সিনেমা-টিভিতে রোমান্টিক নায়কদের ছবি দেখে আকাশ কুসুম কল্পনা করা এতেই ব্যস্ত ছিলাম। সে সবই চুরমার হয়ে গেছিল ১৯৭১ এর মার্চে, কত স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়েছিলো তখন পুরোটা উপলব্ধি না করতে পারলেও এখন পারি।

সবচেয়ে বেশী মনে আছে ২৫শে মার্চের তান্ডব আর দলে দলে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত মানুষের শহর ছেড়ে চলে যাবার মিছিল নিজ চোখে দেখা, আমরা থাকতাম বিডিআর (তৎকালীন ইপিআর) সংলগ্ন এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার এর স্টাফ কোয়ার্টারে বর্তমানে যা ন্যাশনাল একাডেমী অফ এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট (NAEM) নামে পরিচিত। ২৫ শে মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট এর টারগেট এর মধ্যে ছিলো নিউমার্কেট এলাকার বস্তিগুলো। ২৬ শে মার্চ সকালে আমাদের পুরো এলাকাটায় দেখেছিলাম আতঙ্কিত আহত মানুষের ঢল। যারা ছুটছিলেন তাদের আত্মীয়স্বজনের পোড়া মৃতদেহ মাড়িয়ে একটু বাঁচার আশায়, ২৬শে মার্চ রাতে আমাদের বাবা-চাচারা সবার বাসা থেকে চাল-ডাল আর আলু নিয়ে সেন্টারের রান্নাঘরে মোমের আলোয় রান্না করে ক্ষুধার্ত মানুষ গুলোকে খাইয়েছিলেন, আহতদের যতটুকু পারেন চিকিৎসা দিয়েছিলেন তাও মনে আছে। সকাল হতেই কারফিউ ভাঙার পর মানুষগুলো আবার চলে গিয়েছিলেন, নদী পার হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। তারা সবাই কি নিরাপদ থাকতে পেরেছিলেন নাকি নি:শেষ হয়ে গেছিলেন ঘাত-প্রতিঘাতের যুদ্ধে তা আর কোনদিন জানা হয়নি।

আমরা অবরুদ্ধ ঢাকাতেই ছিলাম পুরোটা সময়, আতঙ্ক ও থমথমে নিস্তব্ধতা নিয়ে কাটতো আমাদের দিন আর রাত। রেডিওতে আকাশ বাণীর খবর আর রাতের অন্ধকারে সবাই মিলে আব্বার ছোট রেডিওতে কম ভলিউমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান, 'চরম পত্রে' বিচ্ছুদের বিরত্ব গাঁথা শোনা আর আশায় বুক বাঁধা। সে সবই মনের কোঠরে এখনো জ্বলজ্বলে। আমাদের পারতপক্ষে ঘর থেকে বেরুনো নিষেধ ছিলো কখন কি হয় সেই ভয়ে, তবু মনে আছে এপ্রিলের প্রথম দিকে আব্বা-আম্মা, আমার ছোট ভাই ও আমি গিয়েছিলাম ঢাকা শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে। অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আমাদের স্মৃতির মিনার, একটি স্তম্ভও দাঁড়িয়ে নেই, চারদিকে শুধু দোমড়ানো মোচড়ানো শিক আর ভাঙা ইটের টুকরো, কি ভীষন জিঘাংসায় আমাদের অস্বিত্ব উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল তার প্রতীক হয়ে ঐ দৃশ্যটি স্মৃতিতে ভাস্বর থাকবে চিরদিন।

Recognition of 'General Practice' as a specialty following the Australian model: A vision for action in Bangladesh

Dr Shafiq Rahman

'General Practice' or 'Family Medicine' as a separate specialty is a comparatively newer concept in the field of medicine. In Australia, 'General Practice' is included as a vocational entity (FRACGP- Fellowship of the Royal Australian College of General Practitioners) since 1999 and is structured through a range of outcome-based criteria that are essential for the fulfilment of the training program. Below is a summary of the Australian model of general practice training and the possibility of its implementation in Bangladesh context.

General practice training 'Family Medicine' or 'General Practice' involves the ability to take responsible action on any medical problem the patient presents, whether it forms part of an ongoing patient-doctor relationship or not. In managing the patient, the clinician, called 'General Practitioner (GP)' in Australia, or 'Family Medical Practitioner', 'Family Physician' or 'Family Doctor' in other countries may make appropriate referral to other specialist doctors, healthcare professionals and community services

There are five domains of 'General Practice' representing the critical areas of knowledge, skills, and attitude necessary for competent practice relevant to every general patient consultation so that trainees at the end of their 4-years training be able to competently perform unsupervised clinical practice meeting their community's healthcare needs and supporting current national health priorities and the future goals of the country's health care system.

These domains include: 1) Communication skills and the patient-doctor relationship (patient-centred care) 2) Applied professional knowledge and skills (assessing medical conditions, decision making) 3) Population health and the context of general practice (Epidemiology and preventative health) 4) Professional and ethical role (Self-appraisal, teaching, research) and 5) Organisational and legal dimensions (information technology, practice management)

Suggestions

General Practice education has received minimal attention in the continuing education and training for many of the health professionals involved in 'Family Medicine' in the developing world including Bangladesh. Lack of time, accessibility, finance, motivation, inadequate marketing and advertising are identified barriers to effective education of health care staff. I recommend addressing those through further need-based research as well as targeted training of junior medical professionals willing to pursue a carrier in family medicine. The program would need to involve existing government and non-government post-graduate medical training providers playing a major role rather than launching a new institute. Development of an integrated knowledgeable primary care workforce along with various speciality services is essential for promotion of community health measures scattered across Bangladesh

মাস্টার শেফ,
একজন কিশোয়ার আর আমার স্বপ্ন !

ডাঃ ইশরাত জাহান শিল্পী

কিশোয়ার বাংলাদেশী অরিজিন অস্টেলিয়ান এক তরুনী এবার অস্টেলিয়ার মাস্টারশেফ এ চুড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগি। ও মাস্টারশেফে বাংলাদেশী খাবার মেইনস্ট্রীম এ নিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে বেশ ইমোশনাল একটা প্রমো করেছে।

তারপর ও যখন একদিন মাস্টারশেফ এ কোরমা রান্না করলো , সাথে সাথে এই প্রবাসী মনের গহীন কোনে লুকোনো একটা অনুভুতি মোচড় দিয়ে উঠলো। প্রবাসে পাস্তা, ম্যাকারনী চিজ, চিকেন/ ল্যাম্ব রোসট, সসেজ, ম্যাস পটেটো, বেগেল এর পরিবেশে বাচ্চাদের বড় হওয়ার সময়টাতে নিজের কালচার এর কিছু কিছু সিগনেচার ডিশ পরিচিত করার কি আপ্রান আকাংখা আমার!! কারন এই কিছুদিন আগেও পশ্চিমা বিশ্বে আমরা সবাই ইন্ডিয়ান । আর আমরাও বাংলাদেশী পরিচয় দিতে গিয়ে জানতাম, ওদের কাছে বাংলাদেশ ঝড় বন্যার দেশ !

তার উপর এই দেশে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এ বাটার চিকেন আর রোঘন জোস কারিই জানে। তো বাচ্চাদের স্কুল থাকাকালীন সময়টা ছিল আরও জটিল। আমাদের দক্ষিন এশিয়া এবং সাবকনটিনেনট এর দেশগুলোর মানুষদের মধ্যে অনেক কিছুতে মিল থাকলেও, আমাদের বাংলাদেশীদের খাবার ছিল স্বতন্ত্র । আমাদের খাবারে যেমন বাঙালির মাছ, ভাত, ভর্তা, ডাল থাকে, আবার মোঘলাই খাবার ও থাকে।

বাচ্চাদের ছোট বেলা থেকে বলতাম পোলাও, কোরমা, বীফ কালিয়া, রেজালা আমাদের যেকোন উৎসবের খাবার। কিন্তু বাচ্চারা আমার বক্তব্যের এই বিলাসী খাবার গুলো মধ্যে একমাত্র বিরিয়ানি ছাড়া আর কোন খাবার মেইনস্ট্রীম ইন্ডিয়ান বা পাকিস্থানী রেস্টুরেনট এ পেতো না। মাছের তরকারীতো অনেক দুরের কথা। তাই আমার হেরীটেজ এই খাবারগুলো আমার ঘড়েই সীমাবদ্ধ থাকলো। এবং মালটিকালটারাল ডে গুলোতে শুধু বিরিয়ানি পাঠিয়ে দিতাম।

আর এখন অস্ট্রেলিয়ার একটা ন্যাশনাল প্রোগামে কিশোয়ার একটার পর একটা আমাদের বাংলাদেশের রান্নাগুলো গর্বের সাথে সকলের মাঝে পরিবেশন করছে!!

এক এপিসোডে যখন ফুচকার নাম শুনলাম, ভাবলাম এটা একটা strategy ! কিন্তু যখন দেখলাম খিচুরী, রেজালা একটার পর একটা অতি পরিচিত রান্নাগুলো নিয়ে আসলো তখন নড়েচড়ে বসলাম। ওর ইমোশন এর সাথে নিজের চোখ ভিজে আসলো! আর এই ঔপনিবেশিক মানসিকতায় বড় হওয়া মানুষটা এক নিমেষে নিজেদের বড় হওয়ার সময়টায় চলে গেলাম।

বাঙালী জাতির অনেক সাহস সংগ্রামের ইতিহাস থাকলেও, সেই সাথে আছে অনেক বছরের পরাধীনতার ইতিহাস, সেই শত শত বছরের শোষনের সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে বিভাজন, পরশ্রীকাতরতা, সাথে হীনমন্যতাও। এটা বোধ হয় টিকে থাকার সংগ্রামের জন্যই হয়েছে।

নিজের ছোটবেলার কথাই মনে হলো, আটার রুটি বাদ দিয়ে পাউরুটির মাখন খাওয়াটাই বেশী আধুনিক মনে হতো। এখনও দেশে গিয়ে দেখি পিজা এবং আরও নানা বিদেশী খাবার শুধু রেস্টুরেন্টেই না, ঘরেও প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এক বাসায় গিয়ে জানলাম উনারা শুধু বেকড খাবারই খায়, কারন বাঙালী খাবার এর আয়োজন অনেক মেসি ।

আমার ভাল লাগে বাচ্চাদের খাবারের অপশন থাকায়, কিন্তু শঙ্কা হয় নিজের ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার প্রবনতায়। বিশ্বায়নের পরিবর্তনের হাওয়ার প্রবলতায় সব ভাংচুড় হয়ে, হয়তো একটা নতুন সংস্কৃতি হবে।

আমাদের ছোটবেলায় পুরো সাবকনটিনেন্ট দেশগুলো জুড়েই অনেক বৃটিশ প্রভাব ছিল। তার একটা অন্যতম ছিল class system, আর ছিল শহর আর গ্রামের মধ্য বিরাট ফারাক । নাটক সিনেমায় গল্পে সবকিছুতেই শহুরে বাবুদের কালচার আর আর গ্রামের মানুষদের পশচাৎপদতা দেখানো হতো।

কত নাটক সিনেমায় দেখেছি পশ্চিমা সংস্কৃতির ছুরি, কাটা চামচ দিয়ে না খেতে পারাটা গেয়ো, এমন আরও কিছু আনুসাঙ্গীক কলোনিয়াল কালচার। ইংরেজী ভাষার দক্ষতা, যতনা ছিল বহুভাষা জানার প্রতিভা, তারচেয়ে বেশী ছিল White Supremacy এর ছায়া, ভাষা ছিল কলোনাইজেশন এর প্রধান অস্ত্র এটা সর্বজনবিদিত ।

তারপর প্রবাস জীবন শুরু করে দেখলাম, এখানে মানুষের উন্নত জীবন যাত্রার সাথে সাথে উন্নত মানসিকতা লক্ষ্য করলাম ! এখানেই স্কুল থেকে শুরু কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র " Bring your own tradition," এ আপাতত দৃষ্টিতে হলেও উৎসাহ দেয়।

বেশীর ভাগ সময় বিরাট ইন্ডিয়ান সাবকনটিনেন্ট আইডেনন্টির এর ছত্রছায়ায়ই থাকতে হতো! আমার যেন নিজের অজান্তেই এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও সাবকনটিনেনট এর তিনটি দেশ এক সাথে ছিলাম বলতেই ভাল লাগতো। বন্যা, মহামারী, দুর্নীতি পূর্ন দেশটাকে যতটুকু ভাবে সহনীয় ভাবে উপস্থাপনা করা যায়।

এই কিছু দশক আগেই বাংলাদেশী বৃটিশ অধিবাসীরাই কত শত রেসটুরেনট, ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট নামে ব্যবসা করতো। আমার জানা মতে পশ্চিমাদেশে বাংলা খাবার এর আলাদা কোন নাম নেই , বা এমন কোন বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট এখনও গড়ে উঠেনি, যা বাংলাদেশী খাবারের আইকন হিসেবে পরিচিত।

অনেক প্রবাসী বাংলাদেশীই একাডেমিক ভাবে ভালো করছে, গান করছে, লেখালেখি করছে, কিন্তু এই মাস্টার সেফ এর বাংলাদেশী রান্না প্রদর্শন আমার মধ্যে ঝড় তুলে দিলো। বিশেষ করে যখন যুদ্ধবিদ্ধস্ত নৈতিকতা সংকটের একটি দেশে বড় হয়েছি, যখন শুধু মাত্র বংশ পরম্পরায় পারিবারিক মুল্যবোধ নিয়ে বড় হয়ে গোটা সমাজের অনিয়ম এর কাছে হুমড়ি খেতে দেখেছি এবং এটা একটা বড় কারন ও ছিল নিজের দেশ ছাড়ার পেছনে, তখন বাংলাদেশী ডায়াসপোরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেনট করলে গর্বে আপ্লুত হই।

ছোটবেলায় জানতাম বাংলাদেশটা জুড়ে সমস্যা, পশাৎপদতা, সবকিছুতেই মিডিওকার বা অতি সাধারন। কিন্তু তার মধ্যেই এক বিরাট জনগোসঠী Skilled এবং unskilled সকলেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রার পাশাপাশি জ্ঞান, টেকনোলজির লেনাদেনায় বাংলাদেশকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে ।

সেই ক্রিকেট এর জয় এর পর থেকে দেশটার উন্নতির কথা শুনছি, এখন বৃটেনের অনেক রেস্টুরেন্টই "Reclaim Bangladeshi Heritage" এই মুভমেন্ট করছে।

আর আমি কৃতজ্ঞ হই, এই অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশী তরুণী কিশোয়ার এর কাছে , খাবারের মতো একান্ত সংস্কৃতি টাকে মেইনস্ট্রীমের নিয়ে আসার জন্য। জীবদ্দশায় এইটা বা কম কিসের!

স্বপ্ন দেখি। বাংলাদেশের তরুন সমাজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশী Diaspora - ই আবার বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাবে!

আমার আত্মউপলব্ধি

ডাঃ শরীফ দৌলা

ছোটবেলায় পড়েছি সক্রেটিসঃ বলেছিল "know thyself" আমি বুঝিনি এর অন্তর্নিহিত অর্থ কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি জীবনের কোন বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে। আমি বিশ্লেষণ করেছি, তপস্যা করেছি। আমি আজও তার সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাইনি। আমার এই আত্মউপলব্ধি নিয়েই আজ আমার এই পর্যালোচনা। আমি বিশ্বাস করি আত্মউপলব্ধি আমাকে আমার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

ছোটবেলায় দারোগা বা পাইলট হবার চরম নেশা আমাকে প্রায়ই পেয়ে বসতো। আমার বাবা-মা তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না। যখন একটু বড় হয়েছি তখন আমার চারিদিকে বিজ্ঞানের আলোড়ন। আমি ঢাকার সাইন্স ল্যাবরেটরিতে বড় হয়েছি এখানে বড় বড় বিজ্ঞানীদের বিচরণ। এখান থেকেই "বিজ্ঞানের জয়যাত্রা " ও "পুরোগামী বিজ্ঞান" নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রকাশনা হতো। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম ব্যবহার করে শব্দবিহীন টেলিগ্রাফ তৈরি করা ছিল আমার ক্লাস সিক্সের প্রথম প্রজেক্ট। আমি ম্যাগনেটিক লেভিটেশনের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আমার পরীক্ষার বাইপ্রডাক্ট হিসেবে শব্দবিহীন টেলিগ্রাফ তৈরি করার বিশেষ ধারণা পেয়ে ছিলাম। ১৯৭০ সালের বিজ্ঞান মেলায় সর্বকনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছি। পরবর্তীতে স্নায়ুবিদ্যাতে পড়াশোনা করার সময় ইলেক্ট্রোফিজিওলজিতে আকর্ষিত হই পূর্ববর্তী এই অভিজ্ঞতার আলোকেই।

এরইমধ্যে পাড়ার দেয়াল পত্রিকাতে লেখা দেয়ার জন্য বিশেষ শোরগোল পড়ে গেল। আমি ভিটামিন সি এর উপর একটি রচনা লিখে ফেললাম। এজন্য অবশ্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বড় বড় বিজ্ঞানীদের লাইব্রেরীতে অনুমতি নিয়ে পড়াশুনা করতে হয়েছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য। আমার এক বন্ধু আমাকে মাঝে মধ্যে ভিটামিন সি-এর লজেন্স খেতে দিত তাও আবার এক গ্রামের বড় বড় লজেন্স। এগুলো ওর বাবা La Roche কোম্পানি থেকে বিনে পয়সায় গবেষণার উদ্দীপনা হিসেবে পেতেন। আমি পড়াশোনা করে জানলাম যে ভিটামিন সি বেশী খেলে মূত্রাশয় oxalate পাথর হয়। ভয় পেয়ে বন্ধ করে দিলাম। তারপর কিছুদিন পার হয়ে গেল বড় ভাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে পড়াশোনা করছেন। এরই মধ্যে একবার তাকে নোবেল বিজয়ী Dr Linus Pauling কে একটি চিঠি লিখতে হয়েছিল covalent bond এর উপর কিছু সমস্যা নিয়ে। আমি জেনেছিলাম Linus Pauling অর্থমলিকুলার মেডিসিন এর প্রবক্তা। এখানে খুব অল্প পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ আমাদের শরীরে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তারই সুবাদে বিভিন্ন ধরনের রোগের মুক্তি এনে দেয় ও রোগ প্রতিরোধ করে। আমি খুবই উৎসাহিত হয়েছিলাম। ১৯৬০-৭০ দশকে অতিউচ্চ ডোজ ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে চিকিৎসা দেয়া হতো। কিন্তু পরিশেষে এর কোনো উপকারিতা প্রমাণ করা যায়নি।

এরি মধ্যে আমার বাবা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং আমার উপর বাবার ওষুধপত্র কেনাকাটার দায়িত্ব অর্পিত হয়। পাশের বাসার এক বড় ভাইয়ের ওষুধের দোকানে গিয়ে প্রতিমাসে আমি অনেক ওষুধ কিনে আনতাম যার দাম মাসের শেষে পরিশোধ করতাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আমি নিজের অজান্তেই প্রতিটি ওষুধের নাম ও তার generic নাম খেয়াল করতাম যেমন মিথাইলডোপা, গুয়ানেথীডিন, প্রপ্রানোলোল। তখন এসব ওষুধের কার্যক্রম এর উপর বেশ কিছুটা পড়াশোনা করেছিলাম ওষুধের বাক্সের ভিতরে রাখা লিফলেট পড়ে। তাই এটা বলাই বাহুল্য যে চিকিৎসা বিদ্যার মাঝে অন্তর্নিহিত ফার্মাকোলজি বিষয়ক জ্ঞান আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। অর্থমলিকুলার মেডিসিনের ভূমিকাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা অনস্বীকার্য।

১৯৭৫ সালে আমি জন্ডিসে ভুগে তৎকালীন পিজি হাসপাতালে ভর্তি হই। তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে মুক্তি নিয়ে তিন সপ্তাহ পর মেট্রিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। এখানেই আমার iv fluid I steroid এর উপকারিতার উপর হাতেখড়ি হয়। পিজি হাসপাতালের ডাক্তারদের সুন্দর ব্যবহার আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমি আরো চিকিৎসা বিদ্যার মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করার স্বপ্ন দেখি।

পরিশেষে আমার অনুপ্রেরণা ছিল ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল আর চেতনায় ছিল জীবনানন্দের "মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"। এই দুটির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল এক আত্মউপলব্ধি, এক অদম্য বাসনা যে "আমি ডাক্তার হব"।

Of friendship and love-in memory of Dr Luna Sharmila Quader DMC Batch K 35

Dr. Naseem Jessie Chowdhury

1968 was a turbulent year for me.

I was eleven and living in Bahrain within a happy nuclear family, going to a strict elite catholic school attended by a handful of British and American consulate and expatriate staff children, knew nothing about the world and had a very vague idea of what my mother called home somewhere very far away. My father decided to come to West Pakistan for his work commitment, supposedly with a job promotion, which never happened, the position was given to an Urdu speaking West Pakistani guy though my father spoke fluent Urdu and Arabic. Such was the vagaries of politics effecting human lives. He left West Pakistan in a state of frustration and disappointment.

1969 our family arrived in Dhaka. My father was also suspecting that all was not well between East and West Pakistan and as a family we were suddenly thrown in a huge turmoil. Gone were the days of private cars with drivers, my English mates, our clean home and all replaced by many members of our extended family coming from Karachi to live with us in our small home in Nakhalpara Tejgaon. My father was jobless and found it difficult to survive in the local environment. He was sure of one thing, he wanted us to attend a good school. Soon I found myself in Holy Cross School and our family decided to live very close to our school so we could commute in a rickshaw. I was not at all ready for all these sudden changes. I spoke poor Bengali and was a loner for a for a few weeks and suddenly this girl appeared from nowhere and we connected straightway. She had a head full of thick curly hair and the brightest smile I ever seen. We connected straightaway. We felt we were different from others. She protected me bullying from the local girls. We talked about our ambitions rather than boys or fashion. She wanted to be a surgeon and I wanted to be an obstetrician. We were serious nerdy girls and most of our times were spent studying.

1971 the war happened. Nine months of conflict and isolation had changed us. When school re-started, we were tough teenagers. I also had three other girls joining our small group of friends and we shared a strong love for reading all kinds books including Mandira-our school magazine, Mills and Boon romances, National Geographic which my father would send from Bahrain, discussing the moon landing and hoping that one day other planets would be accessible ,listening to world music, waiting to grow up as quickly as possible and go to UK for further studies! Now I think back and see how weird it must have appeared to the other girls. Years 10 to 12 we saw a lot of girls having boyfriends and getting married, we certainly did not relate to that. We both did well in HSC and applied for our admission in Dhaka Medical College. We both enrolled in Alliance Francaise. That was the only place in Dhaka in those days where apart from language there was art classes, interior design and photography lessons. Our spare time was spent in small addas with my mother's yummy snacks. Then came the LEO's club. We were like two peas on a pod. Those were beautiful times.

1976 and 1977 HSC batches were amalgamated for DMC entry. We both got admission in our desired College. Our adult lives started. One day she introduced me to a distant cousin of hers who was also in our year. That young man later became my life partner. Those five years were like a dream, we studied seriously, participated in our college concerts , sang in our rough voices with little care, went to the British Council to watch movies, got our French language degrees, and spent most of our waking hours together.

She left for UK after graduation to pursue her dreams. I got married and moved to Australia. Those were turbulent times in our lives. We did not have mobile phones, Facebook etc etc. Our means of communication was very restricted. In 1985-1986 for a Bangladeshi woman to get into a surgical training programme was an impossible feat but my friend-she did it! She started her surgical internship, met the man of her dreams, got married and had a child. I don't know how she managed to do all of that in a spate of a few years.
She was a successful breast surgeon and had various awards and accolades for her innovative work in Breast surgery management in Birmingham.

2010 I hear that she is unwell with severe Idiopathic Pulmonary Hypertension. Ayaz, Anika and I go to see her. I found myself more shattered than her. She took us out, we shopped, we spent time at Stratford upon Avon, had lunch by the riverside, watched the ducks swim and held each other's hand. She talked about her very successful career, her family, our daughters, our husbands but never about her illness. She was this strong resilient woman and even the angel of death was not coming too soon for her. She was surprised that I did not have a Facebook account and she set it up for me. She gave me advise about how to manage my problems with my Autistic son and family dysfunction. Yes she did become a surgeon, a wife and the proud mother of a beautiful daughter Veena. She never cried. It was always me who was sad and crying. We were supposed to have good times after 25 years apart. Life had other plans.

We hear she is very unwell and visit her again for 2 days in 2018.

She still manages her father's property issues in Bangladesh, supports her elderly mother with Dementia, arranges care for her younger Autistic sister while still supporting her daughter studying medicine and her own family. She keeps getting more ill, more complications and the suffering continues. But does she stop... no she doesn't. She calls me whenever I am sick or distressed. She calls me when our friends are in trouble. She calls me when Dr Azmols son passes away. We talk for a long time.

We talk in January 2021 for the last time.

She fought illness and adversity with all her strength. Lived her life as she felt was right. Helped countless family members and friends. She always smiled.

I have learned how to be tough and gentle at the same time, hold back tears in the midst of calamity, support others when I am the needy, show grace in affliction and adversity and all of that learning is from you my friend Luna Sharmila Quader.. later Luna Vishwanathan.
Friendship comes in many forms. In my life I had Luna and she guided and protected me in so many ways. In 5th of June 2021 she has left this mortal world. I know she is in Heaven. I can only pray.

I hope all of us has this kind of friend in our lives to guide us in the right path.
Farewell my friend.

একটি মুমূর্ষু কবিতা

ডাঃ চৌধুরী সাইফুল আলম বেগ

সব কিছু নিয়েই কবিতা লেখা হয়ে গেছে ।
লিখেছে বন্ধুবর তারেক,
অগ্রজ মিল্টন ভাই সহ মুখগ্রন্থের আরও অনেকে।
বাকী ছিল এই শুধু কবিতাটি ।

এই কবিতাটির বিষয়বস্তু নেই, বক্তব্য নেই, বিপ্লব নেই,
ছন্দমাত্রা নেই, উপমা-অলংকার নেই।
কবিতাটির ভেতর সফট্ওয়্যার লিঙ্ক নেই ।
এই কবিতা জ্বরের কবিতা নয়, ঘোরের কবিতা নয়।
প্রেম কিংবা প্রতারণারও নয় ।

কবিতাটি অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ও নয়
এবং আবৃত্তিকারদের জন্য তো নয়ই ।
কবিতাটি সন্ত্রাস অথবা হরতাল কমাতে পারবে না,
বাড়াতে পারবেনা মুদ্রাস্ফীতি ।
বৃদ্ধি করতেও পারবে না তাপমাত্রা।
দিতে পারবে না নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া,
হ্রাস করতে পারবে না জন্মনিয়ন্ত্রন,
দূর করতে পারবে না যানজট
অথবা যৌনতৃষ্ণা ।

আমার কবিতাটি কোনো কোভিড রোগীকে
দিতে পারবে না অক্সিজেন,
ঠেকাতে পারে না দুঃখ ও দূর্ভিক্ষ ।
মানুষ তো দূরের কথা
এতে একটি তেলাপোকাও পাবে না আশ্রয় ।
কখনো হতে পারবে না
কোন কিছুর বিকল্প ।

কবিতাটির ভেতরে চা-কফির গুণাবলী নেই ।
অ্যাসপিরিনের মতো সারাতে ও পারবে না হৃদয়ের বেদনা ।
কবিতাটির ভোট-ভেটো দেয়ার ক্ষমতা নেই ।
কবিতাটি মনোনীত হবার মত,
অর্থাৎ মুগ্ধতায় মনে রাখার মত নয়
কিংবা মুদ্রনযোগ্যতার দাবিও রাখে না ।
তবু কবিতাটি বেঁচে থাকার আকুতি জানায় ।

রম্য রচনা

ডাঃ চৌধুরী সাইফুল আলম বেগ

সাড়ে আটটায় ক্লাস। যথারীতি আধঘন্টা দেরী করে ছুটতে ছুটতে ওয়ার্ডে ঢুকলাম। মেডিসিন ওয়ার্ড।

প্রতিদিনকার মতো একই দৃশ্য। একটা রোগীর বেডের পাশে অর্ধ গোলক সৃষ্টি করে দুই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। আরেক পাশে দাঁড়িয়ে স্যার পড়াচ্ছেন। তোফায়েল হক স্যার! কপালে খারাবি আছে। পা টিপে টিপে আমার ব্যাগটা ওখানে রেখে লাইনের পিছনে চুপটি করে সেঁধিয়ে গেলাম

'দেরী কেন ?' 'স্যার, অ্যালার্ম ঠিকই দিয়েছিলাম, স্যার। কিন্তু স্যার, শুনতে পাই নাই। আমার এরকম মাঝে মাঝেই হয় স্যার। কেন যে শুনতে পাইনা!'
'অ্যাপ্রোন কই?'

'স্যার, পরেই বের হয়েছিলাম। হোস্টেলের গেটে স্যার... কাক... স্যার..। পরে রুমে রেখে এসেছি।' ঘটনা সত্য না। শীতকাল ছিল। নতুন সোয়েটার পড়েছি। তার উপর দিয়ে অ্যাপ্রোন পড়ার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। এর পরে স্যার ঠিক কি নিয়ে চার্জ করবেন তা বোধহয় ভেবে পেলেন না। -'আচ্ছা। রোগীর সামনে আসো। দেখে বলো, এর কি ধরণের মার্মারআছে।' দেখে বলো
মানে স্টেথো দিয়ে শুনে বলো।

থার্ড ইয়ারের শেষ দিক তখন। নরমাল হার্ট সাউন্ডেরই ভাগ ঠিকমতো বুঝি না, ফার্ষ্ট না সেকেন্ড বলতে পারি না। তাও আবার অ্যাবনরমাল! স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম- 'পারবো না' বলে পার পাওয়া যাবে না, চূড়ান্ত অপমান করে ছাড়বেন। আল্লাহর নাম নিয়ে এগোলাম। রোগীর বুকের বাম দিকে যেসব জায়গায় স্টেথো রেখে সাউন্ড শুনতে হয়, সেভাবে শোনার চেষ্টা করলাম। যথারীতি বুঝতে পারলাম না কিছুই। কয়েক মিনিট মনোযোগের (!) সাথে চেষ্টা করে কান থেকে স্টেথো খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। পাশে জুয়েল দাঁড়ানো। ও তো একটু আওয়াজ দিলেও পারে। তা না- দাঁত কেলায়া দাঁড়ায়া আছে।

'হ্যাঁ বলো, কি মার্মার পেলে?' স্যারের প্রশ্ন। চশমার উপর দিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে।

উত্তম আর জুয়েল এর মাঝে। কিছুটা লুকিয়ে থাকা অবস্থানে। উদ্দেশ্য- স্যার যেন দেখতে না পান; পরে দেখতে পেলে বলতে পারবো- 'অনেকক্ষণআগে এসেছি স্যার। লাভ হলো না। স্যার দেখতে পেলেন- 'এই ছেলে, এদিকে আসো।'

সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেহারায় নিরীহ গোবেচারা টাইপের একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুব একটা কাজ হলো না। চেহারাআর গলা দুটোতেই কাঠিন্য ফুটিয়ে স্যার জিজ্ঞেস করলেন- 'কয়টা বাজে?'

'স্যার ?' বিনয়ে বিগলিত আমি; তবে প্রশ্নটার উত্তর দিতে তেমন একটা আগ্রহী নই।

কি করবো? কিছুই তো বুঝি নাই। যা থাকে কপালে। আস্তে করে ডেলিভারি করার সময় স্যারের মুখভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম- 'আর্লি ডায়াস্টলিক মার্মার স্যার।'
ফিক করে হাসির আওয়াজ হলো। তবে কি আমি ভুল বলেছি? স্যারের মুখে কোন ভাবান্তর দেখছি না। দিব্যেন্দুর হাসির লো-ভয়েস সংস্করণওশোনা গেল।

'তুমি শিওর?'- স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

নিশ্চয়ই ভুল বলেছি। ওরা যখন হাসছে। কিন্তু তখন আমার আর মাত্র এক ধরণের মার্মারের নাম মনে পড়ছে। আল্লাহ ভরসা- সেটাই ট্রাইকরলাম-'প্যান সিস্টোলিকও হতে পারে স্যার।'

এবার সবারই কম বেশী দাঁত দেখা গেল। সিরিয়াস বয় ইন্দ্রজিতও হাসছে নি:শব্দে! আরে, ভুল তো হতেই পারে- এতো হাসির কি আছে?

স্যার এবার রোগীর একটা এক্স-রে প্লেট নিয়ে ভিউ-বক্সে লাগিয়ে পিছনের আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন। এবার সবার হাসিই সশব্দ হয়ে উঠলো। স্যার-ও আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলেন না। টের পেলাম, আমার দুই কান দিয়ে গরম হাওয়া বের হচ্ছে। না দেখেও বুঝতে পারছি, গালও লালহয়ে উঠেছে।

-এ রোগীর বুকের বাম পাশে মার্মার তো দূরের কথা, কেউ নরমাল সাউন্ডও খুঁজে পাবে না। কারণ, রোগীর বুকের এক্স-রে ফিল্ম স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছে, এর হার্ট ডান দিকে। রোগীর 'ডেক্সট্রোকার্ডিয়া'!

(নন মেডিকেল পাঠক বিভ্রান্ত হবেন না। পৃথিবীর সব মানুষের হৃৎপিন্ড বাম দিকে থাকে না। অনেকে জন্ম নেয়া ডান দিকে হৃৎপিন্ড নিয়ে এবং এনিয়ে বেঁচে থাকতে পারে বহু বছর। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ডেক্সট্রোকার্ডিয়া'।)

দুই বেনি

ডাঃ আবুল হাসনাৎ মিল্টন

এখনো এক শালিক দেখলে
বুকের ভেতর খচখচ করে
এখনো দুই বেনীতে দোলে মফস্বল
এখনো তোর নাম চোখে আনে জল।

দোতলার বারান্দায়
রেলিংয়ের ফাঁকে
বিকেলের বুক চিড়ে
ইশারায় কে যে
ডেকেছিল কাকে?

ডাগর আঁখির পানে
গিটারের তার ছুঁয়েছিল
কার হাত?
তরুণী কি জানে?
দুপুরের অপেক্ষার কী মানে?

এখন বালক অনেক দূরে
তবু তার উঠোন জুড়ে
স্মৃতিরা চঞ্চল
বুকের ভেতরে খোঁড়াখুড়ি
করে মফস্বল।

দুটি কবিতা

ডাঃ শাহনাজ পারভীন

পৃথিবী একদিন তুমি কালোদের হও

পৃথিবী তোমার কাছে আমার আকুতি
একদিনের জন্যে হলেও তুমি
শুধুই আমাদের হও
তুমি কালোদের হও।
ধর্মের ব্যাপার ভাবব নাহয় পরে
আপাতত শুধু গয়ের রঙেই এতো ফারাক
মন সায় দিতে না পারে ?!
না হয় একদিন তুমি আমাদের হয়ে কথা কও!

সাদাদের ভাষ্য অনেক শুনেছি
কালোরা কালো,নেই ওদের ভালো
কাজে নেই আছে শুধুই অপকর্মে
দমনে শক্তি দেখানো ছাড়া উপায় কি বলো !?
মাঝে পড়ে নির্দোষ কিছু মানুষ পড়লোই মারা!
কিভাবে তাদের দুষবে যখন
দুষ্ট দমনের মহান কাজে ব্রত তারা ?

এবার শুনি কালো সেই ছেলেটির মুখে
ক'দিন আগে মরতে হলো যাকে শ্বাসকষ্টে !
পুলিশের ব্যাজ রক্তচক্ষুতে অঙুলি নির্দেশে
সাদা চামড়ায় শক্তি দিয়েছ আরও নিমিষে !
বুকে চেপে বসতে হয়নি কুণ্ঠা একটুও তাদের
কালো ছেলে মৃত মায়ের নাম ডেকেছে বারংবার!
শ্বাস নিতে পারছেনা সে দম ফেলেছে শেষবার
তা দেখেও পড়েছে কি পলক নির্মমদের একবার?

দাঙ্গা করছে, ভাঙচুর সব করোনাকালে কি অনাচার
কে খুঁজবে পেছনের কারণ? শতশত বৎসরের নিষ্পেষণ
-সময় আছে বলো কার ?
দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ফেরানো কি যায় আর ?

পৃথিবী তুমি সাদাদেরকেও বুঝিয়ে দাও
কালো হলে কেমন লাগে?
একদিনের জন্যে হলেও তুমি
শুধুই কালোদের হয়ে কথা কও!

জীবনের রঙ

ভালবাসা কোথায় হারায়
হারিয়ে পুনর্বার পায়।
অনন্ত সাগরে ডুব দিয়ে
মণি মুক্তা হীরা জহরত ফেলে
সোনালী স্বপ্ন বপন করে যায়।

এবেলা ওবেলার হিসেরের খাতা
নিঃসংকোচে ফেলে দিয়ে এবার
একাকী নীল দিগন্তে সুখ খুঁজে ফিরে।

আকাশে যখন ঢের তারাদের মেলা
সাগরে পড়ে দুর্বৃত্তের কালো ছায়া।
হীরে মণি মুক্তা চুরির নেশায়
জীবনের ছন্দ সকলই মিলিয়ে যায়
সফেদ তরল ঢেউয়ের ফেনায়!

গোধূলীবেলায় আকাশ তবুও হাসে
কঠিনের মাঝে কঠিনেরে ভালবাসে।
পাশে কেউ নেই কেউ যদিবা থাকে
চলতি পথে হঠাৎ চমকে গিয়ে
কাছের ব্যথারে দূরে ঠেলে দিয়ে
সেই নীল নিয়ে জীবনকে সে আঁকে।।

স্বাধীনতা

ডাঃ আমরিন সারওয়ার

স্বাধীনতা, তোমায় পেয়েছি আমি বাংলার শস্য শ্যামল এ
তোমায় দেখেছি সদ্য ঘুম ভাঙা কিশোরীর চোখ এর কাজল এ ।
তুমি আছো মা এর আঁচলে উঁকিঝুঁকি দেয়া অবুঝ শিশুতে
তোমার অস্তিত্ব তার হাসি কান্নায় আর অবাধ দুস্টুমিতে ।

গোধূলিতে ডিঙি নৌকার এই এলোমেলো আচরণ
সর্বস্থানে সরবে শুধু তোমারই বিচরণ।
আকাশ কালো করে যখন বৃষ্টি নামে, পুরো গ্রামটা জুড়ে
বাতাসে সোঁদামাটির গন্ধ যেন মিশে যায় হৃদয়ের সুরে ।

তুমি আছো নিস্তব্ধ রাতে
পূর্ণিমার থালার মতো চাঁদ এর মতো...
বিরহী প্রেমিক এর স্মৃতি রোমন্থনের কষ্ট যত।
আশ্চর্য স্পর্ধায় তুমি বেড়ে উঠছো আমার বাংলাদেশে
আমাদের ঘুমে জাগরণে, গণ অভ্যুত্থান আর উন্নয়নে
তোমার জয়জয়কার সমগ্র বাঙালীর কণ্ঠে, আহবানে ।

অপ্রাপ্তি

ডাঃ মাহবুবা খানম মুক্তা

সকালে যখন কাজে আসছিলাম তখনি খেয়াল করলাম যে রাস্তাঘাট একেবারেই ফাঁকা। ঠিক যেন আমাদের ঈদের দিনে ঢাকার রাস্তা। মনে পড়লো আজকে হচ্ছে বড়দিন। সবাই ছুটিতে। আমার মতো অভাগা কয়েকজন শুধু আজকে কাজ করবে। অন্যরা সময় কাটাবে তাদের পরিবার আর প্রিয়জনের সাথে। সারাটা বছর এখানকার মানুষগুলো এই দিনটার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। কত আয়োজন, কত কাউন্ট ডাউন, কত কেনাকাটা - সবই বড়দিনের এই ছুটিকে ঘিরে।

সিডনিতে পাকাপাকি ভাবে থাকছি আজ আঠারো বছর হলো। অথচ, মজার ব্যাপার হচ্ছে এখনো কোনো সুন্দর কিছু দেখলেই সেটা সবার আগে চট করে দেশের সাথে আগে একবার কম্পয়ার করি। যেমন, এখানে ট্রাফিকবিহীন রাস্তা দেখলে সবার আগে ঈদের দিনের ঢাকার ফাঁকা রাস্তাগুলোর কথা মনে পরে যায়। আবার এখানে হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি শুরু হলে দেশের কালবৈশাখী ঝড়ের মাতামাতি মনে পড়ে যায় নিজের অজান্তেই। হুমায়ুন আহমেদের গল্পের মতো আরকি - পাখি উড়ে যায় কিন্তু তার পালক পড়ে থাকে। আহারে।

একটু চিন্তা করে দেখলাম, যে গত পনেরো বছর এই ছুটির দিনটাতে আমি কাজ করে আসছি। ডাক্তারি করি। রোগেরতো আর বড়দিন নেই। আগেই জানি আজকের দিনটা খুব ব্যাস্ততার মধ্যে দিয়ে যাবে - কারণ স্টাটিস্টিক তাই বলে। অলরেডি নিউসে বলা হয়ে গেছে যে আজকে ইমার্জেন্সি আর জিপি সেন্টারগুলোতে বেশ ভিড় হবে। রোগী আসবে প্রধানত এক্সিডেন্ট বা ইনজুরি নিয়ে। যেমন বাচ্চারা আসবে বড়দিনের গিফট - নতুন বাইক থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে, আর বড়োরা আসবে অতিরিক্ত রঙিন তরল পানীয় খেয়ে গ্যাস্ট্রো সিম্পটম-স্ নিয়ে। মনে মনে আমরা ডাক্তার আর নার্সরা সবাই তৈরী একটা ব্যাস্ত শিফটের জন্যে। তাই, একটুকুও অবাক হলাম না যখন প্রাকটিসে পা দেয়া মাত্রই নার্স ছুটে এসে জানালো যে একজন রোগী অপেক্ষা করছে শাসকষ্ট নিয়ে। রোগিনী আমাকে দেখে শ্বাসটানের মধ্যেও "মেরি খ্রীষ্টমাস" জানিয়ে একটু হাসলো। দেখলাম পঞ্চাশের উপরে বয়স - স্বর্ণকেশী- সুন্দর পোশাক- আর মার্জিত ব্যবহার। কুইক হিস্ট্রি আর চেস্ট পরীক্ষা করেই বুঝলাম যে নেবুলাইস করতে হবে এক্ষুনি। নিয়ে গেলাম ট্রিটমেন্ট রুমে। মিনিট দশের মধ্যেই সে বেশ ভালো বোধ করতে লাগলো আর বারবার ধন্যবাদ জানালো তাকে সময় দেয়ার জন্যে।

কিছু ওষুধ আর পরবর্তীতে কি করতে হবে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে বললাম বাড়ি চলে যেতে। দেখলাম রোগীর তেমন একটা তাড়া নেই, কিন্তু আমার যে বড়োই তাড়া। আড়চোখে দেখলাম ওয়েটিং রুমে বিশাল লাইন। তাই আবারো একটু নড়েচড়ে বললাম, যাও দেখো বাড়িতে সবাই নিশ্চই অপেক্ষা করছে। উত্তর যেটা পেলাম সেটা খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না, আবার হয়তো একটু ছিলও। মাথার চুলগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে সে বললো "বাড়িতো আমার empty nest, ছেলেমেয়েরা খোঁজ খবর নেয় না সেতো বহুদিন। I will have a quiet Christmas this year, just like last year."

মনটা একটু খারাপই হলো। আহা বেচারি। আমি না হয় এখন কাজে আছি, কিন্তু জানি কাজ শেষ করেই বাড়ি ফিরে যাবো আমার দুই কন্যার কাছে, যারা কিনা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে মা ফিরলেই সবাই একসাথে সিনেমা দেখতে যাবে। কিন্তু এই অসহায়, অসুস্থ মহিলাটির সেই আশাটুকুও নেই। ফিরে যাবে একা বাড়িতে। হয়তো একটু রান্না করবে, তারপর হয়তো একা একা টিভির সামনে বসে থাকবে আর হয়তো অপেক্ষা করবে ছেলেমেয়ের একটা ফোনের জন্যে বা হয়তো ভেজা চোখে অপেক্ষা করবে দরজায় কারো কড়া নাড়বার।

একটা কথা কিন্তু সবাই মানবে, ডাক্তাররা তাদের পেশার মাধ্যমে একটা মানুষের জীবনের যত কাছাকাছি আসতে পারে অন্য কোনো পেশাতেই সেটা হয়ে উঠে না। এই পেশার কারণেই সম্পূর্ণ অপরিচিত, ভিন্ন বর্ণের, ভিন্ন ধর্মের একজন মানুষ কত সহজে আমাকে বলে দিলো তার জীবনের গভীর একটা কষ্টের কথা। আমার সাথে এই মানুষটারই যদি কোনো বাস স্ট্যান্ড বা বুক শপে দেখা হতো তাহলে কি সে এতো অবলীলায় বলতো তার জীবনের এই কষ্টের কথা আমাকে? মনে হয় না।

একজন চিকিৎসকের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে যখন রোগী ভালো হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আর একটা বড় অপ্রাপ্তি হচ্ছে, যখন রোগটা জানার সাথে সাথে সে রোগীর জীবনের অন্য কষ্টগুলোও জেনে যায়, কিন্তু জানে না তার প্রতিকারের উপায় ... আহা কি কষ্ট!

গুনান্বিত সেবিকা

ডাঃ মোঃ মোদাচ্ছের হোসেন

তোমার মলিন মুখে
অশ্রু সিক্ত নয়ন
ব্যাথিত বদন ঘিরে
তোমার বুকের মায়া
তুমি বিশ্ব আঙিনায়
সূর্যের আলো ঘিরে
একটি শীতল ছায়া।

অকপটে দিয়েছো সেবা
তোমার কোমল হাতে
নির্মল হাসির মমতা
হৃদয় ছোয়া ভালোবাসা
মনের গভীর চিরে
নীল আকাশের তারা
নিরাশ হৃদয়ের আশা।

করোনাকে করছো জয়
নেই পাশে প্রিয়জন
নির্ভয়ে নির্ভিক চিত্তে
ছিলে অনড় অটল
আর্ত মানবতার পাশে
বীর সৈনিকের মত
তুমিই ছিলে বিরল।

শুরু হলেই শেষ
জন্মালে হয় মৃত্যু
চির জাগরুত থাকুক
তোমার নিপুন কৃতি
যুগ যুগ ধরে
সকল মানব মনে
সেবক সেবিকার স্মৃতি।

সেবিকারও সেবিকা তুমি
উপমাহীন গুনে ভরপুর
বিশ্ব ভুবন জুড়ে
খোদিত হোক নিবিড়ে
তোমার কৃতির নমুনা
অলংকারহীন সৌন্দর্যের উপমা
প্রতিটি শিবিরে শিবিরে।